শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট(হাইস্কুল)

নিজে পড়ো (নবম শ্রেণি : বাংলা)

- ***পাঠ্যের নামঃ*** আবহমান
- ***রচয়িতাঃ*** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পরিচিত/ পাঠ্যবই থেকে কবিপরিচিতি পাঠ্য)
- ***উৎসঃ*** 'অন্ধকার বারান্দা' (১৯৬১)
- ***মূলভাবঃ*** পুঁজিবাদ ও বিশ্বায়নের যুগে জীবিকার টানে গ্রাম ক্রমশ হয়ে উঠেছে শহরমুখী। জন্মভূমি ছেড়ে পেটের দায়ে মানুষকে প্রবাসী হতে হয়, কিন্তু জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যোগ চিরন্তন। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা কখনই শিকড়চ্যুত মানুষকে তার প্রকৃতিমাতার রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ,স্পর্শ ভুলিয়ে দিতে পারে না। সেকারণেই প্রবাসী মানুষরা আবার সেই জন্মভূমির কাছে ফিরে আসে। যেমনভাবে প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা ফিরে আসে গ্রামীণ জন্মভূমিতে। সরল গ্রামীণ যাপনেই তাঁরা শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়। এই আসা যাওয়ার চিরপ্রবাহমানতাই কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে।

SRAI

- **শব্দছকঃ**

শব্দ	অর্থ	পদ	ব্যাকরণগত পরিচয়
আবহমান	ক্রমাগত, চিরপ্রচলিত	বিণ	তৎসম শব্দ
উঠান	প্রাঙ্গণ বা আঙিনা	বি	অর্ধতৎসম শব্দ
বুড়িয়ে	বুড়ো হয়ে যাওয়া	বি	ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
একগুঁয়ে	একরোখা, অবাধ্য	বি	গুণবাচক বিশেষ্য
দুরন্ত	অশান্ত, দামাল	বিণ	দুঃ+ অন্ত

।।নমুনা প্রশ্ন।।

- ***বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলীঃ***

১)'আবহমান' কবিতায় কবি যেখানে দাঁড়ানোর কথা বলেছেন,তা হল- ক) গাছতলায় খ) উঠানে গ) মাটিতে ঘ) রাস্তায়।

২) 'আবহমান' কবিতায় যে গাছটি বুড়িয়ে ওঠে,সেটি হল-

ক)জবা গাছটি খ)লাউগাছটি গ) বেলগাছটি ঘ) নটে গাছটি।

৩) 'হারায় না তার বাগান থেকে'-

ক)কুন্দফুলের হাসি খ)আমপাতা গ)ঘাস ঘ)ফুলগাছগুলি।

৪)'ছোট্ট একটা ___ দুলছে সন্ধ্যার বাতাসে'-

ক) মালা খ) ফুল গ) পাতা ঘ) ফল।

৫) নেভে না তার -

ক) দুঃখ খ) আগুন গ) যন্ত্রণা ঘ) কোনোটিই নয়।

SRAI

- ***অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ***

১) 'আবহমান' কথাটির অর্থ কী?

উঃ- 'আবহমান' কথাটির অর্থ চিরপ্রবাহিত। যা বহুদিন ধরে চলে আসছে, তাই আবহমান।

২) নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা একটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উঃ- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম ' উলঙ্গ রাজা'।

৩) কোন নির্দিষ্ট সময়ে ফুল দোলার কথা কবিতায় বলা হয়েছে?

উঃ- সন্ধ্যের বাতাসে ফুল দোলার কথা কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে।

৪) সান্ধ্য নদীর হাওয়া কখন ছুটে আসে?

উঃ- সূর্য অস্তমিত হয়ে পল্লীপ্রকৃতিতে ছায়া নামলে সান্ধ্য নদীর হাওয়া ছুটে আসে।

৫) প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা কোথায় স্বপ্ন এঁকে রাখে?

উঃ- প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে।

- ***সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ***

১) 'কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে।' - আলোচ্য পঙক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উঃ- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'আবহমান' কবিতায় **(মূলগ্রন্থঃ অন্ধকার বারান্দা)** মানবসভ্যতার প্রবাহের এক বিশেষ দিক অঙ্কিত হয়েছে।সভ্যতা যত আধুনিকতার দিকে এগিয়েছে ততই তার গৌরবের প্রতীক হয়ে উঠেছে নগর নির্মাণ। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলে গ্রামীণ মানুষকে পেটের দায়ে পাড়ি দিতে হয় শহরের দিকে। কিন্তু জন্মভূমির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় না।শহরের কর্মব্যস্তময় জীবনে যখন সেই প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা ক্লান্ত হন তখন 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' জন্মভূমি তাঁদের হাতছানি দেয়। তখন প্রবাসী মানুষেরা পুনরায় জন্মভূমিতে ফিরে আসে, সাহচর্য পায় প্রকৃতিমাতার। মানুষের এই জন্মভূমি থেকে চলে যাওয়ার এবং পুনরায় ফিরে আসার চিরকালীনতাই উদ্ধৃত পঙক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে।

- ***রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ***

১) 'ফুরয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা' - 'একগুঁয়ে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তাঁর দুরন্ত পিপাসা ফুরিয়ে যায় না কেন? (১+৪=৫)

উঃ- কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত 'আবহমান' কবিতায় **(মূলগ্রন্থঃ অন্ধকার বারান্দা)** প্রবাসী মানুষের বারবার জন্মভূমির প্রকৃতির কাছে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

- **'একগুঁয়ে'র পরিচয়ঃ** কবি একগুঁয়ে বলতে সেইসকল প্রবাসী বঙ্গসন্তানকে বুঝিয়েছেন, যারা পেটের টানে, রুজির টানে জন্মভূমি ছেড়ে নাগরিক জীবনে পা রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ নিবিড়। সেকারণেই নাগরিক জীবনে ক্লান্ত হয়ে তারা পুনরায় জন্মভূমির কোলেই ফিরে আসে। ফিরে আসার এই একরোখা মনোভাব লক্ষ্য করেই কবি প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের 'একগুঁয়ে' বলেছেন।

- **দুরন্ত পিপাসা না ফুরোনোর কারণঃ** আবহমানকাল ধরে রুজির টানে মানুষ জন্মভূমি থেকে উৎখাত হয়। সে যে প্রকৃতির মাঝে বড় হয়ে ওঠে তাকে ছেড়ে মানুষকে পাড়ি দিতে হয় নগর জীবনে। নগর জীবনের যান্ত্রিকতায় আচ্ছাদিত হলেও প্রবাসী মানুষের মনে হাতছানি দেয় প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্যময়তা। সেই কারণেই প্রবাসী বঙ্গসন্তানরা জন্মভূমির কাছে ফিরতে চায়। এই ফিরতে চাওয়ার তাগিদই 'পিপাসা' শব্দের মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছেন কবি। কবি বলেছেন -

SRAI

'কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে

এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবেসে।'

শহুরে জীবন বৈভবময়। সেখানে পার্থিব সম্পদের কোন অনটন নেই। কিন্তু মানুষ সেখানে পায় না প্রকৃতির স্নেহ। বঙ্গসন্তানের যাপনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে প্রকৃতি তা নাগরিক জীবনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই জন্মভূমির শিকড়ের কাছে প্রবাসী মানুষ যে কোনো মূল্যে ফিরতে চায়। ফিরতে চাওয়ার এই আকুল আর্তিই কবি আলোচ্য পঙক্তিতে তুলে ধরেছেন।

।। নিজে করো ।।

- ***অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ***

১) 'আবহমান' কবিতার মূলগ্রন্থ কী?

২) কারা নিবিড় অনুরাগে ঘর বাঁধে?

৩) কবির মতে কাদের যাওয়া আসা ফুরয় না?

৪) সন্ধ্যার বাতাসে কী দুলে ওঠার কথা কবিতায় বর্ণিত হয়েছে?

৫) নটেগাছটা বুড়িয়ে উঠেও মুড়য় না কেন?

SRAI

- ***সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ***

১) 'ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল/ সন্ধ্যার বাতাসে' - পঙক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২) 'সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে' - কাদের কথা বলা হয়েছে? আলোচ্য পঙক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? (১+২=৩)

- ***রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তরঃ***

১) 'কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে' - কাদের কথা বলা হয়েছ? তাঁরা কীভাবে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে? (১+৪=৫)

SRAI